বৃ ৷ টে ৷ ন

বিলেত প্রবাসী লেখকদের লেখালেখি

সাইফুল্লাহ মাহমুদ দুলাল

আবদুল হাই সাহেব বিলেতে সাড়ে ৭০০ দিন থেকে বই লিখেছেন। কিন্তু আমার ক্ষেত্রে তা নয়। আমি ব্রিটেনে ছিলাম তিন সপ্তাহ। মাত্র ২১ দিন অবস্থান করে প্রবাসীদের সাহিত্য চর্চা নিয়ে লেখালেখি করা সহজ নয়, কঠিন কাজ। কারণ, এ ক'দিনে কতটুকুই বা জানা সম্ভব।

প্রবাসীদের সঙ্গে আমার যোগাযোগটা দীর্ঘদিনের। ১৯৯১-এ 'সূচিপত্র' বের করেছিলাম অর্ধশত প্রবাসী লেখককে নিয়ে। তারপর বিভিন্ন দেশের বাংলা কাগজ প্রকাশ করছি একযুগেরও বেশি সময় ধরে। 'স্বরব্যঞ্জন' ও 'পাঠশালা' প্রকাশনী থেকে প্রবাসীদের বইও প্রকাশ করছি। সেই সূত্র ধরেই বিলেতে ভ্রমণ। বিলেত বা ব্রিটেন যাই বলি না কেন, যাবার আগে দু'দিন সিঙ্গাপুর থাকতে হলো। সিঙ্গাপুর প্রবাসী কবি দুলাল মাহমুদের প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'অতিথি'র সৌজন্যে আমাকেও 'আতিথেয়তা' গ্রহণ করতে হলো। তারপর ২৭ জুন সিঙ্গাপুর থেকে ম্যানচেস্টার। বিমানবন্দরের ইমিগ্রেশন অফিসার এক তরুণী আমার পাসপোর্টে Poet & Journalist দেখে বললো, তুমি কবি! আমি এতোদিন এখানে কাজ করছি। অথচ একদিনও কোনো কবির দেখা পাইনি। তিনি খুব সম্মান দেখালেন। জানতে চাইলেন, কেন বিলেত সফর? বললাম, 'সায়রা' নাটক মঞ্চস্থের আগে আমাদের শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি নিয়ে বক্তৃতা দেবার আমন্ত্রণ। এ ছাড়া প্রবাসী বাঙালিদের আরো দুটি অনুষ্ঠান।

কিন্তু টিকিট না পাওয়ায় 'সায়রা' নাটক মঞ্চস্থের আগে লন্ডন পৌঁছা সম্ভব হলো না।

উল্লেখ্য, সায়রা নাটকের কাহিনীকার ও পরিচালক নবাবউদ্দিন তারুণ্যদীপ্ত, উজ্জ্বল, ঝরঝরে, প্রাণবন্ত যুবক, লন্ডনের একজন খ্যাতিমান সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব। ৩৭ বছর ধরে প্রকাশিত সাপ্তাহিক জনমতের সম্পাদক। যিনি একসময় লিংক প্রমোশনের মাধ্যমে সুন্দরী প্রতিযোগিতার আয়োজন করে 'মিস বাংলাদেশ' প্রবর্তন করেন। বর্তমানে এই প্রতিযোগিতা স্থগিত রয়েছে। লন্ডনের নাট্যজগতের অন্যতম কর্মী নবাবের ৭টি মঞ্চনাটক সুধীমহলের প্রশংসা অর্জন করেছে। যার সর্বশেষ দৃষ্টান্ত 'সায়রা'। কিন্তু নাটকটি দেখার সৌভাগ্য হলো না।

***

ভিক্টোরিয়া থেকে ট্রেনে টড মডার্ন যাচ্ছি। মুখোমুখি এক ভদ্র মহিলা 'ব্রিকলেন' পড়ছে। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, কেমন লাগছে? বইটি রেখে বললেন, এখনো পুরোটা পড়া হয়নি। তুমি পড়েছো? প্রশ্ন করলো আমাকে।

আমি বললাম, না পড়া হয়নি। সমালোচনা পড়েছি। তবে মনিকা আলী আমার দেশের মানুষ। আমরা মনিকা আলীকে নিয়ে যেমন গর্ব করতে পারি, তেমনি উইলিয়াম রাদিচকে নিয়েও গর্বিত। যিনি অত্যন্ত আন্তরিকতার সঙ্গে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য নিয়ে কাজ করছেন। বাংলা পড়াচ্ছেন। তিনি এখন লন্ডন ভার্সিটির এশিয়া স্টাডিজ ডিপার্টমেন্টের বাংলা বিভাগের প্রধান। তাঁর খোঁজে বিশ্ববিদ্যালয়ে গেলাম। তিনি সামারের ছুটিতে লন্ডন ছেড়ে নিজ বাড়িতে অবস্থান করছেন। কোনোও কাজ করলো না। বিশিষ্ট কথাশিল্পী, সাংবাদিক উর্মি রহমানের বাসা থেকে মেইল করলাম। জবাবও এলো না।

রাদিচের সঙ্গে দেখা না হলেও বিলেতের আরেক খ্যাতিমান কবি স্টিফেন ওয়ার্টের সঙ্গে দেখা হলো এক সন্ধ্যায়। ওয়েস্ট এন্ড'র কভেন্ট গার্ডেনস্থ পয়েট্রি প্লেসে। আমার সঙ্গে ছিলেন কথাশিল্পী সালেহা চৌধুরী। তিনিই পরিচয় করিয়ে দিলেন। তারপর মিনি আড্ডা, আলাপ-আলোচনা।

জানতে চাইলেন আলোকচিত্রী নাসির আলী মামুনের কথা। মামুন লন্ডনে গিয়ে প্রচুর ছবি তুলেছেন। স্টিফেন মামুনকে ছোট্ট একটি চিঠি দিলেন আমার হাতে। স্বরচিত কাব্য সংকলন ছিল না বলে আমাকে লিখে দিলেন Scottish Love Poems চমৎকার বইটি।

দেখলাম, স্টিফেনের হাতে জীবনানন্দ দাশের 'বনলতা সেন' কবিতার অনূদিত বই। কবিতাটি কলকাতার বিভিন্ন ব্যক্তি ইংরেজি অনুবাদ করেছেন। স্টিফেন বললেন, আগামী বছর 'ইন্ডিয়া' যাবেন। বাংলাদেশে আসার আমন্ত্রণ জানালাম। স্টিফেনের সঙ্গে শামীম আজাদের বেশ বন্ধুত্ব। কিন্তু শামীম আজাদ এখন কবিতার চেয়ে অন্যান্য সাংস্কৃতিক ও সামাজিক কর্মকান্ডে বেশি ব্যস্ত। তার ব্যস্ততা তাকে আরো বেশি সজিব ও কর্মঠ করে তুলেছে। তবে কবিতা থেকে তিনি দূরে সরে যাচ্ছেন!

ইংল্যান্ডে পা দেয়ার পর পরই তিনি বললেন, স্থানীয় বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের উদ্যোগে একটি অনুষ্ঠান হবে। সেখানে আমাকে প্রধান বক্তা হতে হবে। ১৫ জুলাই ব্রিকলেনের নজরুল সেন্টারে অনুষ্ঠিত হলো এ প্রজন্মের কবি ওয়ালি মাহমুদের 'নির্বাসনে নির্বাচিত দ্রোহী' গ্রন্থের প্রকাশনা উৎসব।

সন্ধ্যার মধ্যে ছিমছাম, ছোট্ট মিলনায়তনটি দর্শক-শ্রোতায় টলমল। অনেকেই বারান্দায় দাঁড়িয়ে অনুষ্ঠান উপভোগ করলেন। মূল প্রবন্ধ পাঠ করলেন মঞ্জুরুল আজিম পলাশ। আলোচকরা হলেন- রেনু লুৎফা, সালেহা চৌধুরী, মুকিত চৌধুরী, ফরীদ আহমদ রেজা এবং আমি। তাহমিনা-খাদিজার চমৎকার উপস্থাপনায় কবিতা আবৃত্তি করলেন উপস্থাপকদ্বয় এবং রেজোয়ান মারুফ।

লন্ডন থেকে এখন ৭টি বাংলা সাপ্তাহিক বের হয়- জনমত, সুরমা, নতুন দিন, পত্রিকা, ইউরোবাংলা, বাংলা এক্সপ্রেস এবং বাংলাপোস্ট। কাগজগুলো আমার আগমনের খবর এবং গুচ্ছ কবিতা যত্ন সহকারে ছেপেছে। এই পত্রিকাগুলোর মধ্যে একমাত্র সুরমা পত্রিকাই পাক্ষিক নিয়মিত সাহিত্য পাতা বের করে। চার রঙে চমৎকার মেকআপ-গেটআপ। যার দায়িত্ব পালন করছেন ছড়া লেখক আহমদ ময়েজ। অন্যান্য কাগজেও সাহিত্য পাতা থাকে। তবে তা যত্নহীন, সাদামাটা। প্রবাসী বাঙালিরা এখন ২টি টিভি এবং ২টি বেতার পরিচালনা করেন। এর মধ্যে বাংলা টিভি এবং সানরাইজ বেতারই উল্লেখযোগ্য। অবশ্য বিবিসি বাংলা সার্ভিসের কথা আলাদা। সেখানে এক আড্ডায় পরিচিত হলাম বিবিসির তৌফিক আহমদ, মোয়াজ্জেল হোসেন এদের সঙ্গে। সেই আড্ডায় ছিলেন দৈনিক যুগান্তরের মিজানুর রহমান খান, মানবজমিনের কামাল হাসান, আওয়ামী লীগ আমলের প্রেস সেক্রেটারি আবু মুসা হাসান এবং কবি আতাউর রহমান মিলাদ।

***

ব্রিকলেন যেন বিকল্প বাংলাদেশ। সেখানে এক বৃষ্টিভেজা সন্ধ্যায় দেখা হলো হুমায়ূন আহমেদের সঙ্গে। তার সঙ্গে স্বাধীন খসরু, সেলিম চৌধুরী, মাহফুজ, শাওন। ব্রিকলেনের এক বাঙালি রেস্টুরেন্টে অনুষ্ঠিত হলো বাংলা পত্রিকার প্রেস কনফারেন্স। সেই রেস্টুরেন্টে আড্ডা দিলাম শাকুর মজিদ, মিশুক, মুনীরের সঙ্গে। শাকুর মজিদ 'লন্ডনী কইন্যা' নাটকের পর এবার বানাচ্ছেন 'সবুজ মাটির মায়া'।

ব্রিকলেনে দুটি বইয়ের দোকান- মীরা এবং সঙ্গীতা। বইয়ের চেয়ে সিডি, অডিও-ভিডিও

ক্যাসেটই সেকানে বেশি। বইয়ের মধ্যে হুমায়ূন আহমেদের বই ৭৫ ভাগ।

ইস্টহামের একটি পাক-ইন্ডিয়ান লাইব্রেরিতে গিয়েছিলাম। সেখানে খুঁজে পেলাম ছোট এক তাক বাংলা বই। তাতে হাদিস-কোরআন ধর্মবিষয়ক বইয়ে ভর্তি। বাদবাকিগুলোতে হুমায়ূন আহমেদ। ২-৪টি অন্য বই।

লন্ডনে প্রায় প্রতিদিনই বাংলাদেশ থেকে লেখক-সাংবাদিক যাচ্ছেন। হুমায়ূন আহমেদের ফেরার পর পরই সিদ্ধার্থ হক, গল্পকার ইমতিয়াজ শামীম, সস্ত্রীক সৈয়দ আল ফারুক গেলেন। ডিসেম্বরে যাচ্ছেন কবি বেলাল চৌধুরী এবং জয় গোস্বামী। তারা যোগ দেবেন আন্তর্জাতিক বাংলা সাহিত্য ফাউন্ডেশনের কবিতা উৎসবে।

প্রবাসী লেখকেরাও দেশে আসছেন নিয়মিতভাবে। ঘুরে গেলেন নবাবউদ্দিন, রেনু লুৎফা,মাসুদা ভাট্টি প্রমুখ।

নানান সমস্যা থাকা সত্ত্বেও প্রবাসীরা সাহিত্য নিয়ে মেতে ওঠেন। তারা সাহিত্য আড্ডা, লিটল ম্যাগ প্রকাশ, প্রবাসী প্রকাশনা সংস্থা, প্রকাশনা উৎসব, দুস্থ লেখক ফান্ড গঠন, আন্তর্জাতিক বাংলা সাহিত্য ফাউন্ডেশন প্রভৃতি কর্মতৎপরতায় নিজেদের নিয়োজিত রেখেছে। এবারের বাংলা একাডেমীর বইমেলায় বেশ ক'জন লেখকের বই বের হয়েছে। যেমন : আব্দুর রব চৌধুী/পরদেশী পরবাসী : পাঠক সমাবেশ ॥ সালেহা চৌধুরী/ (ক) পশ্চিমের ছিটেফোঁটা : জ্যোৎস্না পাবলিশার্স, (খ) অমৃতাকে ঘিরে : গতিধারা, (গ) যারাখান এবং শ্রেষ্ঠ প্রেমিক ২য় খন্ড : শিল্পতরু ॥ কাদের মাহমুদ/ (ক) কচ্ছপ: জ্যোৎস্না পাবলিশার্স, (খ) মনময়ূরী : সুরমা প্রকাশী ॥ মাসুদা ভাট্টি/বাঙালির মুক্তিযুদ্ধ : ব্রিটিশ দলিলপত্র : জ্যোৎস্না পাবলিশার্স ॥ ফেরদৌসী রহমান/ মানুষ ও সমাজ : সুরমা প্রকাশী ॥ ড. বেলাল হোসেন জয়/ICON EKU SHEY : নওরোজ সাহিত্য সম্ভার ॥ আমান উল্লাহ অশ্রু/ (ক) চোখের জলের কথা : সজনী এন্ড বায়রন বুকস, (খ) অশান্তির মাঝেই শান্তি : সজনী এন্ড বায়রন বুকস, (গ) অশ্রু ঝরণা : সজনী এন্ড বায়রন বুকস, (ঘ) বকুল ফুলের গন্ধে ভরা : সজনী এন্ড বায়রন বুকস, (ঙ) ভালোবাসা জ্বালাময় : সজনী এন্ড বায়রন বুকস ॥ মোঃ জাকির আহমেদ জব্বার /Thoughts to Ponder: জাহানারা বুক হাউজ ॥ ড. মুকিদ চৌধুরী : কস্তুরী গন্ধ : নওরোজস সাহিত্য সম্ভার ॥ মোঃ ইলিয়াস আলী/দেওয়ান একলিমুর রাজা : জীবন ও কাব্য ॥ উৎস প্রকাশন ॥ মুজিব ইরম/ মুজিবইর @নালিহুরী.কম : মঙ্গলসন্ধ্যা ॥ ওয়ালি মাহমুদ/ নির্বাসনে নির্বাচিত দ্রোহ : ম্যাগনাম ওপাস ॥ ড. মুনিরুজ্জামান সম্পাদিত/আ. রব চৌধুরীর রচনা সম্ভার ৩য় খন্ড : ন.সা.স। এছাড়াও গতজুনে স্বরব্যঞ্জন থেকে বের হয়েছে নবাবউদ্দিনের নাটকের বই 'সায়রা', প্রবন্ধ-নিবন্ধ গ্রন্থ 'বাস্তব' এবং সাক্ষাৎকারভিত্তিক 'আলাপচারিতা'। লেখক ফান্ড ইউকে বের করেছে সেলিম আওয়ালের 'সিলেট বিষয়ক লেখাজোখা' গ্রন্থটি। দুস্থ, অসুস্থ হিসেবে অর্থ সাহায্য দিয়েছেন আবিদ আজাদ এবং কমল মমিনকে। কিন্তু তারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে একটি পত্রও দেন। উদ্যোক্তারা কেউ কেউ ক্ষোভ প্রকাশ করলেন।

আবার প্রবাসে অনেক লেখক একদম চুপচাপ। যেমন- গোলাম মুরশিদ, আফতাব আহমদ, ঊর্মি রহমান এবং আরো অনেকেই। ৭টি গ্রন্থের লেখক ঊর্মি রহমানের বাসায় গিয়ে খুঁজে পেলাম এক ডাকবাক্স। যেখানে বিষ্ণু দে'র অগ্রন্থিত কবিতা, অপ্রকাশিত চিঠি, পটুয়া কামরুল হাসানের স্কেচের সন্ধান পেলাম। ঊর্মি কি সুন্দর যত্ন করে ধরে রেখেছেন রত্নগুলো। 'তুমি নও কখনো আঁধারে' একমাত্র কাব্যগ্রন্থের জনক আফতাব আহমদ এখন আর কবিতা লিখছেন না, মিশছেন না প্রবাসী লেখকদের

সঙ্গে। জীবন সংগ্রামে যুদ্ধরত বিশিষ্ট সংবাদ পাঠক আফতাব এখন শুধু নিউএজে প্রতি মঙ্গলবার একটি কলাম লিখছেন। অনেক লেখক নিজেকে লুকিয়ে রাখেন, তাদের মধ্যে কবি মুজিব ইরম অন্যতম। এখানে উল্লেখ্য, বেশির ভাগ লেখকের লেখার গুণগত মান হতাশাব্যঞ্জক।

***

কবি মোফাজ্জল করিম এখন লন্ডনস্থ বাংলাদেশ দূতাবাসের হাইকমিশনার। ফলে প্রবাসী লেখকদের জন্য এখন একটি বাড়তি সম্মান। লিটল ম্যাগ 'শব্দপাঠ' ২০ জুলাই সাউথ ফিল্ডস্থ হোটেল 'নীলিমা'য় আয়োজন করলেন প্রায় দিনব্যাপী আড্ডা, কবিতা পাঠ, সাহিত্য আসর- যেন আমাকে কেন্দ্র করেই। এটি তাদের দ্বিতীয় আড্ডা। অসুস্থ আবদুল গাফফার চৌধুরী, গোলাম মুরশিদ, মাসুদা ভাট্টি ছাড়া প্রায় সব প্রবাসী লেখক সবাই হাজির হলেন আড্ডায়।

জমজমাট এই শব্দপাঠের স্মরণীয় আড্ডায় অংশ নেন অর্ধশতাধিক লেখক। 'আর যদি একটা গুলি চলে'র কবি আতাউর রহমান মিলাদ এবং 'বুকের ভিতর উড়ছে ধুলো'র সাহিত্যপ্রেমিক কাজল রশিদ। এ পর্যন্ত তারা শব্দপাঠের ৬টি সংখ্যা বের করেছে। যা প্রবাসী পাঠকদের মধ্যে সাড়া সৃষ্টি করেছে।

***

লেখালেখির সুবাদে প্রচুর পাঠক বা ভক্ত অথবা শুভার্থী তৈরি হয়েছে, তার প্রমাণ পেলাম সৈয়দ দুলারের আন্তরিকতায়। আজ থেকে ১৭-১৮ বছর আগে নরওয়ে থেকে এই ভদ্রলোক একবার যোগাযোগ করেছিলেন আমার সঙ্গে। তিনি এখন ইয়র্কে বসবাস করছেন। আমি দেশে ফেরার আগের রাতে তিনি ৬ ঘন্টার পথ ড্রাইভ করে এসেছেন দেখা করতে। সৈয়দ দুলার ছবি আঁকেন, গল্প লিখেন, গান লিখেন। তার গল্পের বই 'হিংসাখোরের জবানবন্দি' এবং... গানের ক্যাসেট তুলে দিলেন বিনয়ের সঙ্গে।

'ব্রিটেনে কবি ও কবিতা' গ্রন্থের মাধ্যমে সেখানকার একটি চিত্র পাই অনেক আগে। ১৯৯৯-এ সংকলনটি সম্পাদনা করে তাবেদার রসুল বকুল। এই সংকলন ছাড়াও গল্প ও ছড়ার সংকলন বের হয়েছে, কিন্তু 'বিলেতের কবি ও কবিতা'কে ছাড়িয়ে যেতে পারেনি। এই সংকলনটি যুক্তরাজ্যের প্রবাসী কবীদের একসঙ্গে যুক্ত করেছে। ফলে সহজেই কবি ও কবিতার কিছুটা সচিত্র চালচিত্র পাওয়া যায়।

কাবিতার সার্বিক অবস্থা যে ভালো নয়, তার চিত্র পেলাম বিভিন্ন স্থানে। ম্যানচেস্টারের এক বিশাল বইয়ের দোকানে কবিতার বই খুঁজে বের করতে রীতিমতো হারিকেন হাতে নিতে হয়েছিল। আমার ভাগ্নি স্নিগ্ধা চিৎকার করে বলল, মামা ইউরেকা। দুটি বই নিয়ে কাউন্টারে দাম দিতে গেলাম। তরুণী বলল, দুটি কবিতার বই কিনলে একটা ফ্রি! অপরদিকে লন্ডনস্থ ২২ ব্যাটারটন স্ট্রিটে অবস্থিত পয়েট্রি প্লেসে দামি কবিদের দামী কবিতার বই পাইকারিভাবে বিক্রি হচ্ছে- প্রতি বই মাত্র ৫০ পেনি!

লন্ডনেও কবিতা মরে যাচ্ছে। তাই সবাওয়ের ট্রেনে প্রায়ই যাত্রীদের বিনোদনের জন্য বগিতে বগিতে বিভিন্ন কবির কবিতা দেখা যায়। এসব কবিতা বের হয়েছে একটি কাব্য সংকলন 'Poetry on the underground'. সম্পাদনা করেছেন Gerard Benson.

আধুনিক জীবন যাপনে মানুষের ভেতর আবেগ, চিন্তাচেতনা, মননশীলতা হ্রাস পাচ্ছে। তাই The Poetry Society কবিতাকে 'পুনর্জীবিত' করার জন্য নানা ধরনের পদক্ষেপ নিচ্ছে। তার মধ্যে Poetry Reviw, Poetry News letter, Poetry Stutio, Poetry Award, Poetry Competition Nation, Poetry place, Poetry day পালন, প্রভৃতি অন্যতম। যেখানে শিক্ষার্থীদের আনুষ্ঠানিকভাবে কবিতা লেখার প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। The Poetry Schol-এর মাধ্যমে বছরব্যাপী অনুষ্ঠান, ওয়ার্কশপ, সেমিনার, কবিতা পাঠের কর্মসূচি নেয়া হয়।